খ্রীষ্টিয় জীবন : বাইবেল, ধর্মশিক্ষাতত্ত্ব ও উপাসনা

ধর্মশাস্ত্র :

"তোমার বাণী তো প্রদীপের মতো আমায় দেখায় দিশা ; তা যেন আমার পথে রেখে দেওয়া আলো।" [সামসঙ্গীত ১১৯:১০৫]

" ... সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন, তিনি তোমাদের সব কিছুই শিখিয়ে দেবেন এবং যা-কিছু আমি তোমাদের বলে গেলাম, সে সমস্ত-ই তিনি তোমাদের মনে করিয়েও দেবেন।" [জন, ১৪: ২৬]

যে রাত্রিতে প্রভু যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি হাতে একখানা রুটি নিলেন ; তারপর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন ; তারপর তিনি বললেন : "এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্যে। তোমারা আমার স্মরণেই এই অনুষ্ঠান করবে।" তেমনি ভাবে ভোজনের শেষে তিনি পানপাত্রটিও নিয়ে বললেন : "এই পাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি। তোমরা আমার স্মরণেই এই অনুষ্ঠান করবে, যতবার এই পাত্র থেকে পান করবে, ততবারই !" [১করি. ১১:২৩-২৫]

প্রারম্ভিক প্রার্থণা

হে প্রেমময় পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই – তুমি আমাদের মাঝে পাঠিয়েছ সেই শাশ্বত বাণী তোমার পুত্র, যীশু–কে । আমাদের প্রতি তোমার ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করতে তুমি তোমার সেই পুত্রের মাধ্যমে আমাদের দান করো তোমার অনুগ্রহ । তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেছেন এবং ক্রুশে যন্ত্রণাময় মৃত্যু বরণ করে আমাদের দিয়েছেন এক নতুন জীবন । তিনি তাঁর শিষ্যদের সম্প্রদায় স্থাপন করে তাদের শিখিয়েছিলেন ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে জীবন যাপন করতে ।

তুমি আমাদের সাহায্য কর, প্রভু, আমরা যেন তোমার বাণী উপলব্ধি করে, তাঁর শিক্ষাদর্শের সহভাগী হয়ে তাঁর স্মরণ অনুষ্ঠান পালন করতে পারি । আমরা এই প্রার্থণা করি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে । আমেন ॥

ভূমিকা :

খ্রীষ্টিয় জীবন তিনটি স্তম্ভের ওপর স্থাপিত :

১) বাইবেল
২)   ধর্মশিক্ষাতত্ব, ও
৩) উপাসনা

বাইবেল - যা মানবজাতির প্রতি ভগবানের অনন্ত প্রেমের এক নিদর্শন - আমাদের বিশ্বাসের জীবন যাপন করতে আহবান করে । ধর্মশিক্ষাতত্ত্বের মাধ্যমে সেই বিশ্বাস হয়ে ওঠে আরো পরিপুষ্ট এবং তা অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে সাহায্য করে ।   উপাসনায় আমরা এই বিশ্বাসকেই উদযাপন করি ।

খ্রীষ্টান হিসেবে আমাদের প্রথম ও মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে পুনরুত্থিত যীশুর সাথে এক অকৃত্রিম ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা । এই সম্পর্কের কারণেই আমরা সিদ্ধান্ত নি-ই দীক্ষাস্নান সংস্কারের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করতে এবং সেই সূত্রে প্রভু যীশুর শিষ্যদের সম্প্রদায়ের সদস্য হতে ।

এই শিষ্যত্বের জীবন আমরা চালিয়ে যেতে পারি ঈশ্বরের বাণী শুনে, তাঁর ইচ্ছা-কে উপলব্ধি করে এবং, ভালবাসাপূর্ণ সেবার মাধ্যমে, তার সাক্ষ্য বহন করে । আমাদের এই বিশ্বাসের জীবন আরো সমৃদ্ধ হয় পবিত্র সংস্কারগুলির - বিশেষ করে খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ - উদযাপনের মধ্য দিয়ে ।

ঐশবাণী, মন্ডলীর শিক্ষা ও পবিত্র সংস্কারগুলির পালনের মধ্য দিয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে, খ্রীষ্টভক্তগণ তাদের কথায় ও কাজের দ্বারা সুসমাচার ঘোষণা করে এবং নতুন শিষ্য তৈরী করে যীশুর আদেশ পালন করে ।

ভাগ ১ : খ্রীষ্টমন্ডলীর শিক্ষা

১.১ ধর্মশাস্ত্র

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা মহা সাড়ম্বরে ঘোষণা করে যে "ঐশ্বরিক-ভাবে প্রকাশিত বাস্তবতা, যা পবিত্র শাস্ত্রের মূলপাঠে অন্তর্ভুক্ত ও উপস্থাপিত হয়েছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে ।" [ঐশ প্রত্যাদেশ বিষয়ক সংবিধান, Dei Verbum 11]

যদিও মন্ডলীতে পবিত্র শাস্ত্রকে গভীর শ্রদ্ধা করা হয়, তবুও খ্রীষ্টবিশ্বাস কোনো "পুস্তক ভিত্তিক ধর্ম নয়, বরং "ঈশ্বরের বাণীর ওপর ভিত্তি করা এক ধর্ম" । যে বাণী শুধুমাত্র এক "লিখিত, মৌন বাণী নয়, বরং এক জীবন্ত, মূর্তিমান বানী" ।

সাধু জেরোম-কে উদ্ধৃত করে মহাসভা তাই জোরালোভাবে পুনরাবৃত্তি করেছে যে "বাইবেল সম্বন্ধে অজ্ঞতা হল খ্রীষ্টের সম্বন্ধে অজ্ঞতা" । [দ্র: Dei Verbum 132]

i) অতএব, ঈশ্বর সম্বন্ধে পবিত্র জ্ঞান ও ধারণা-র অন্তর্নিহিত শক্তি হচ্ছে পবিত্র শাস্ত্রের অধ্যায়ন । ঐশবাণীর সকল সেবা দায়ীত্ব - পালকীয়, প্রচার-সম্বন্ধীয়, ধর্ম-শিক্ষাদান - এবং সকল প্রকার খ্রীষ্টিয় নির্দেশই পুষ্টি লাভ করে শাস্ত্রেবানীর মাধ্যমে ।

ii) সুতরাং, যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে "পরম জ্ঞান" অর্জনের জন্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র শাস্ত্র যেন সহজলভ্য হয়, তার জন্য সুব্যবস্থা করা উচিত ।

iii) খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের এটা শেখানো অত্যন্ত জরুরী যে পাপের মূলে রয়েছে ঐশবাণী শুনতে অস্বীকার করা এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য, যীশু, যার মাধ্যমে পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হয়, তাঁকেও অস্বীকার করা ।

উভয় সন্ধির গ্রন্থগুলির অনুপ্রেরণাদানকারী ও রচয়িতা স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞায় এমন ব্যবস্থা করেছেন যেন পুরাতনটির মধ্যে নূতনটি প্রচ্ছন্ন থাকে এবং নূতনটির মধ্যে পুরাতনটির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে ।[Dei Verbum 16]. নূতন সন্ধিটি পুরাতন নিয়মের আলোকেই পাঠ করা বাঞ্ছনীয় । গোড়ার দিকের ধর্মশিক্ষাদানে পুরাতন সন্ধিটি-ই অবিরত ব্যবহার করা হত । যেমন পুরানো প্রবাদে বলা আছে, নূতন সন্ধি লুকিয়ে রয়েছে পুরাতন নিয়মে এবং পুরাতন সন্ধি প্রকাশিত হয়েছে নূতনে ।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা খ্রীষ্টয় জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । এই মর্মে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা আমাদের স্মরণ করে দিয়েছে যে পবিত্র বাইবেল পাঠের সঙ্গে প্রার্থণা করা একান্তই উচিত যাতে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এক সংলাপ ঘটে । কারণ "যখন আমরা প্রার্থণা করি, তখন আমরা তাঁকে আমাদের কথা বলি; আর যখন আমরা ঐশবাণী পাঠ করি, তখন আমরা তাঁর কথা শুনি" । [Dei Verbum, 25]

তাই ঈশ্বরের বাণীর গুরুত্বের ওপর অধিকতর জোর দেওয়া উচিত । সেই সঙ্গে দরকার মনোযোগ দিয়ে ঐশবাণী শোনা ও ভক্তিপূর্ণ প্রার্থণামূলক বাইবেল পাঠ করা ।

পোপ ফ্রানসিস্, তাঁর সার্বজনীন পত্র, Evangeli Gaudium-এ লিখেছেন : "ঈশ্বর তাঁর বাণীর মাধ্যমে আমাদের কি বলতে চান, তা শোনার ও বোঝার এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের নিজেদের পরিবর্তন হতে দেওয়া, একটি মাত্র উপায়ে-ই সম্ভব । এই পদ্ধতিটি-র নাম "লেকটিও ডিবিনা" (Lectio Divina)।

- এটি বাইবেল-এর কোনো একটি অংশের পাঠ (lectio) দিয়ে শুরু হয় ।
- তারপর, সেটি ধ্যান করা হয় (mediattio) ।
- এরপর থাকে একটি প্রার্থণা (oratio) ।
- এবং অবশেষে lectio divina-র পরিসমাপ্তি হয় গভীর ধ্যান ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে ।

মন্ডলীতে বাইবেল-এর ব্যাখান-এ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে -

- ঈশ্বরের বাণী নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে থেকে-ই শোনা উচিত;
- বাইবেল-এর পাঠ যে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে, তা সনাক্ত করা ;
- বাইবেল-এর পাঠ্যাংশের সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা, যা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্ট করে আমাদের "খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের পরিত্রাণের ইচ্ছা" অনুসারে জীবন যাপন করতে সাহায্য করে।

ভারতে কাথলিক ধর্মপালদের সম্মিলনী (CCBI) ফেব্রুয়ারী ২০১৩-য় ভেলাঙ্কানি-তে আয়োজিত ২৫তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে, ভাটিকান-এর সাম্প্রতিক দলিলপত্রের ধারা অনুযায়ী তাদের পালকীয় অগ্রাধিকার হিসেবে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, সকল যাজক ও সেমিনেরিয়ান-দের যেন ধর্মশাস্ত্র-ভিত্তিক উপদেশ তৈরী করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং সেই সাথে lectio divina ও অন্যান্য সব প্রকার সুসমাচারের আলোচনা যেন প্রচলিত করা হয় সমাজের সর্ব স্তরে, যেমন পাড়া-পড়শিতে, পরিবারে, যুবক-যুবতীদের মাঝে ও ধর্মশিক্ষা ক্লাসে।

অতএব এটা পরিষ্কার যে, ধর্মশাস্ত্রের সঠিক অধ্যয়ণ ও ধারণা অর্জনের জন্য খ্রীষ্টভক্তজনদের শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। এর ফলস্বরুপ তারা ধর্মশাস্ত্রের সঠিক মর্মার্থ অনুযায়ী এক পরিপূর্ণ খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। খ্রীষ্টভক্তজনদের ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান যে আবশ্যিক, তা দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা বেশ জোরের সাথে ব্যক্ত করেছে। তবে এই জ্ঞানকে শুধুমাত্র তত্বগত জ্ঞান না ভেবে বরং পিতা ঈশ্বর ও তাঁর ভক্তজনদের মধ্যে এক জীবন্ত সম্পর্কের মাধ্যম হিসেবেই মানা উচিত। এবং এই সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করা যায় lectio divina পদ্ধতিটি অনুসরণ কার, যার মধ্যে অন্তর্গত রয়েছে প্রার্থণা ও ধ্যান সহকারে ধর্মশাস্ত্র পাঠ।

১.২ ধর্মশিক্ষাতত্ব

ধর্মশিক্ষাদান হচ্ছে সকল স্তরের মানুষকে - শিশু, যুবক-যুবতী, প্রাপ্ত-বয়স্ক - খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্বের ওপর বিশ্বাস গড়ে তোলার শিক্ষা। যা এক সুসংবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতিতে শ্রোতাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের পূর্ণতার এক প্রারম্ভিক ধারণা দেবার চেষ্টা করে। সত্যিকারের সকল ধর্মশিক্ষাদান যে খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয় তা বিশপদের ধর্মসভা তার ৪র্থ সাধারণ সভায় অত্যন্ত জোরের সাথে ব্যক্ত করেছে। এই ধর্মশিক্ষাদান তিনটি জায়গায় হয়ে থাকে

- পরিবারে
- স্কুল বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে
- ধর্মপল্লীতে

ধর্মশিক্ষাদানে ঈশ্বরের বাণীর কেন্দ্রীয়তার পুনরাবিষ্কার

এম্মাউস-এর পথে যীশু ও দুই শিষ্যের সাক্ষাতের যে বিবরণ আমরা লুক রচিত মঙ্গলসমাচারে পাই, তা ধর্মশিক্ষাদানের এক আদর্শ নমুনা যা ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখার ওপর ভিত্তি করা, যে ব্যাখা শুধু খ্রীষ্ট-ই দিতে পারেন এবং যা তিনি দেখিয়েছেন যে তাঁর মধ্যে-ই সেগুলি পরিপূর্ণ। সকল ব্যর্থতা জয় করে যে আশা তাদের অন্তরে আবার জন্ম নিয়েছিল, তা ওই দুই শিষ্যকে পুনরুত্থিত যীশুর প্রত্যয়ী ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী করে তুলেছিল।

খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় তাই পরমেশ্বরের কাছ থেকে একটি সুনির্দিষ্ট দায়ীত্ব পেয়েছে, যা হল যীশু খ্রীষ্টের স্মৃতি সকল সংস্কৃতিতে, সকল সভ্যতায় বাঁচিয়ে রাখা, সজীব রাখা। এই জীবন্ত প্রেরণকার্য ক্রমশ সম্প্রসারিত হয় এবং পরমেশ্বরের পরিকল্পণা উন্মোচন করে। ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে-ই এটি নিজেকে প্রকাশ করে। তাই এটা প্রত্যাশিত যে, এই কর্মতৎপরতা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হবে খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্যদানে ও সেবায়।

বাইবেল-এর বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, ঘটনা ও সুবিদিত উক্তিগুলি জানতে তাই সকলকে উৎসাহিত করা উচিত। কিছু সুবিবেচিত অংশ, যা খ্রীষ্টিয় নিগূঢ় তত্ত্বগুলি বিশেষভাবে প্রকাশ করে, সেগুলির মুখস্থ করার মাধ্যমে এটি করা সম্ভব।

বাইবেল ভিত্তিক ধর্মশিক্ষাদান মন্ডলীর ঐতিহ্য ও প্রচলিত শিক্ষা অনুযায়ী হওয়া উচিত। পোপ ২য় জন পল বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়েছেন যে, ধর্মশিক্ষাদান সব সময়ই তার বিষয়বস্তু চয়ন করবে তার জীবন্ত উৎস, ঈশ্বরের বাণী থেকে, যা প্রচলিত শিক্ষা ও ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে আমাদের প্রেরণ করা হয়েছে।

একইভাবে, পোপ বেনেডিক্ট তার সম্ভাষণে বলেছেন যে, ধর্মশিক্ষাদান "বাইবেল ও মঙ্গলসমাচারের মানসিক প্রবণতা, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সম্পূর্ণ পরিব্যপ্ত হওয়া উচিত, যা বাইবেল-এর পাঠ্যাংশগুলির সাথে একনিষ্ঠ সংযোগের মাধ্যমে-ই সম্ভব। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে ধর্মশিক্ষাদান আরও সমৃদ্ধ ও কার্যকরী হবে যদি বাইবেল্-এর পাঠ আমরা মন্ডলীর হৃদয় ও মন নিয়ে করি এবং তাঁর দুই সহস্রাব্দের ভাবনা-চিন্তা ও জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিই॥

ধর্মশিক্ষার কাজে তাই অবশ্যই প্রয়োজন মন্ডলীর ঐতিহ্য ও প্রচলিত শিক্ষা অনুযায়ী এবং বিশ্বাসের সহিত ধর্মশাস্ত্রের অধ্যায়ণ, যাতে শাস্ত্রের বাক্যগুলি জীবন্ত রূপে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। ঠিক যেমন খ্রীষ্ট আজও জীবিত যেখানে দু'তিনজন লোক তাঁর নামে মিলিত হয়।

আমাদের পরিত্রাণের কাহিনী ও মন্ডলীর বিশ্বাসের বিষয়বস্তু-কে প্রাণবন্ত রূপে উপস্থাপন করাই ধর্মশিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, যেন ভক্তমন্ডলীর প্রতিটি সদস্য উপলব্ধি করতে পারে যে এই ইতিহাস তার নিজের জীবনেরও এক অংশ।

ধর্মশিক্ষাদান মানুষকে ভগবানের সাথে সংযোগ স্থাপনকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে এবং এর সঙ্গে খ্রীষ্টিয় বার্তা উপস্থাপনের দায়ীত্বও পালন করে, যার দ্বারা মানব জীবনের সর্বোচ্চ মূল্য রক্ষিত হয়।

এক বিচক্ষণ ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত বাইবেল ভিত্তিক ধর্মশিক্ষাদান ঈশ্বরের বাণী-র সাথে মা মারীয়ার প্রার্থণারও এক আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে। ঈশ্বরের বাক্য ও নাজারেথের মারীয়ার মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে, সেটি মনে রেখে মা মারীয়ার প্রতি প্রার্থণা করতে সকল খ্রীষ্টভক্তকে উৎসাহিত করা উচিত, বিশেষ করে তাদের পারিবারিক জীবনে। কারণ, ধর্মশাস্ত্রের পবিত্র নিগূঢ় তত্বগুলি গভীরভাবে ধ্যান করতে এটি বিশেষভাবে সাহায্য করে। উধাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত জপমালা প্রার্থণার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের পার্থিব জীবনের বিভিন্ন রহস্য আমরা মা মারীয়ার সাথে এক যোগে ধ্যান করতে পারি। ভাটিকান মহাসভা তাই এই সুপারিশ করেছে যে সকল খ্রীষ্টভক্তদের যেন "দূত সংবাদ" (Angelus) প্রার্থণাটি করতে উৎসাহিত করা হয়। এই সহজ, সরল অথচ প্রগাঢ় প্রার্থণাটি আমাদের "দেহধারী বাক্য"-এর রহস্যকে প্রতিদিন স্মরণ করতে সাহায্য করে। তাই, এটাই সমীচিন যে ঈশ্বরের সকল ভক্তজন, পরিবার ও আত্মোৎসর্গীকৃত মানুষের সম্প্রদায় মারীয়ার প্রতি এই প্রার্থণা বিশ্বস্তভাবে করে, যা সাধারণত প্রতিদিন সূর্য্যোদয়, দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্তে করা হয়ে থাকে। [Verbum Domini, 88].

১.৩ উপাসনা

সব কটি পবিত্র সংস্কার ও উপসংস্কারাদি তাদের শক্তি অর্জন করে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যাতানাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান থেকে। মূলতঃ এই পবিত্র সংস্কারের মধ্যে দিয়েই আমরা পুনরুত্থিত যীশুর সাক্ষাত পাই।

উপাসনা হচ্ছে মন্ডলী দ্বারা, প্রকাশ্য আরাধনার মাধ্যমে, পাস্কা বা নিস্তার রহস্যের উদযাপন, যেখানে স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর ভক্তমন্ডলীর কর্তা রূপে উপস্থিত থাকেন। উপাসনা হচ্ছে সেই শীর্ষবিন্দু যার দিকে মন্ডলীর সকল কাজকর্ম চালিত হয় এবং সেই আধার যার থেকে মন্ডলীর সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রবাহিত হয়।

উপাসনা হচ্ছে খ্রীষ্টবিশ্বাসী সম্প্রদায় দ্বারা এক উৎসবের উদযাপন যেখানে তারা প্রার্থণা ও গানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করে প্রভু যীশুর সেই পরম অঙ্গীকার : "... দু তিনজন লোক আমার নাম

নিয়ে যখন মিলিত হয়, আমি সেখানেই থাকি, তাদের মাঝখানেই আছি।" [মথি ১৮:২০]। তাঁর সেই উপস্থিতি আমরা অনুভব করি সেই সব উপাসনা অনুষ্ঠানেই, যেখানে আমরা ভগবানের গুণকীর্তন করি এবং যার দ্বারা মানুষের পবিত্রকরণ ঘটে। এই অনুভুতি-ই আমাদের বাধ্য করে তাঁর বাণী শুনতে, যার মাধ্যমে তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন।

কাথলিক মন্ডলীর ধর্মশিক্ষা তাই সংগতংভাবেই উপাসনা অনুষ্ঠানকে ধর্মশিক্ষাদানের সব থেকে শ্রদ্ধাপূর্ণ ও উপযুক্ত স্থান বলে গণ্য করে। "ধর্মশিক্ষাদান তার সহজাত গুণের বলে সমস্ত উপাসনা ও সংস্কারাদির সাথেই যুক্ত। কারণ এই পবিত্র সংস্কার, বিশেষ করে খ্রীষ্টপ্রসাদ, এর মাধ্যমেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানুষের গঠনের কাজে সদা সর্বদা সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকেন।

উপাসনিক ধর্মশিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে খ্রীষ্টের পার্থিব জীবনের রহস্যের বিষয়ে অবগত করা। যা সাধারণত অগ্রসর হয় দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে, চিহ্ন থেকে চিহ্নিত বস্তুতে, সংস্কার থেকে নিগূঢ় তত্বে। এই ধর্মশিক্ষার লক্ষ্য যেমন সমগ্র মন্ডলীকে, তার সমস্ত রীতি-পদ্ধতি ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার মধ্যেও, সেবা করা; তেমনি, যা কিছু মৌলিক ও সার্বজনীন, তা সমগ্র মন্ডলীর সামনে উপস্থাপিত করাও এই ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য। যদিও পবিত্র উপাসনা মূলতঃ মহিমময় ঈশ্বরের আরাধনা, তবে একই সাথে এতে ভক্তসাধারণের জন্য রয়েছে বেশ অনেক নির্দেশ ও উপদেশ। উপাসনা অনুষ্ঠানে ভগবান তাঁর ভক্তজনের সাথে কথা বলেন এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচার ঘোষণা করেন। সকল মানুষ তার প্রত্যুত্তর দেয় গানে ও প্রার্থণায়। এই উপাসনা অনুষ্ঠানগুলিতে সকল অদৃশ্য ঐশ্য বস্তুগুলিকে বোঝাতে যে সকল দৃশ্যমান চিহ্নগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি সবই খ্রীষ্ট বা মন্ডলী দ্বারাই মনোনীত।

প্রায় পাঁচ দশক পূর্বে, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মহাদেশীয় বিশপ সম্মিলনীর সভা খ্রীষ্টিয় প্রার্থণাকে মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাসী ভক্তসম্প্রাদায়ের প্রার্থণা বলে বর্ণনা করে।

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন কিন্তু শুধুমাত্র উপাসনা অনুষ্ঠানে যোগদানে সীমিত নয়। খ্রীষ্টভক্তকে যথার্থভাবেই আহবান করা হয়েছে পরম পিতার কাছে গোপনে প্রার্থণা করতে। তা ছাড়া, প্রেরিতদূতগণের শিক্ষা অনুযায়ী, সে প্রার্থণা হওয়া উচিত ধারাবাহিক ও অনবরত।

এ ব্যাপারে মহাসভা গোষণা করেছে যে প্রাহরিক প্রার্থণা - যা খ্রীষ্টমন্ডলীর প্রার্থণা - হচ্ছে খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মানুরাগের উৎস। এবং এটি তাদের বিশ্বাসকে আরো পরিপুষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে। তাই দিবা ও রাত্রির প্রাহরিক প্রার্থণার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টভগণ ঈশ্বরের বাণীর সাথে আরো পরিচিত ও ঘনিষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

খ্রীষ্টযজ্ঞানুষ্ঠান ও মন্ডলীর অন্যান্য উপাসনা অনুষ্ঠানের সময়, ঐশবাণী-কে আরো গভীরভাবে অন্তরস্থ করতে, নিরবতা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভাগ ২ : আলো ও ছায়া পরিস্থিতি

২.১ আলো পরিস্থিতি

২.১.১ বাইবেল

- সাধারণ ভক্তজনদের জন্য একটি সুসংগঠিত ইংরেজি বাইবেল স্কুল রয়েছে ।
- এছাড়া, কলকাতার প্রভু যীশু গীর্জায় ও দম দম মাঠকলে আশীষধন্যা মাদার টেরেসা'র গীর্জায় বাংলা মাধ্যমের দুটি বাইবেল স্কুল পরিচালিত হয় ।
- ব্যারাকপুরের মর্ণিং স্টার আঞ্চলিক সেমিনারী-র সহযোগিতায় সাধারণ খ্রীষ্টভক্তজনদের জন্য ঐশতত্ত্বের ওপর একটি তিন বছরের পাঠ্যক্রম চালানো হয় ।
- মহাধর্মপ্রদেশের বাইবেল সম্পর্কিত প্রেরণকার্য ও আঞ্চলিক বাইবেল কমিশন ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত বাইবেল-এর ওপর শিক্ষাদান করে ।
- নিওক্যাটেকিউমেনেট্ (Neo Catechumenate), ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় (SCC) ও ক্যারিসম্যাটিক দলগুলি বাইবেল-এর কেন্দ্রীয়তা পুরোভাগে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে ।
- মহাধর্মপ্রদেশে নিয়মিত বাইবেল সম্মেলন আয়োজন করা হয় ।
- বাইবেল-এর প্রতি ভালবাসা ও বাইবেল সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াতে, বিভিন্ন স্কুল, ধর্মপল্লী ও যুব সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে বাইবেল ক্যাম্প, কুইজ্, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে
- উপরোক্ত সব রকম অনুষ্ঠানে বাইবেল-এর ওপর শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী আছে ।
- আমাদের ধর্মপল্লীর সান্ডে স্কুলগুলি আমাদের সমাজে বাইবেল-কে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছে ।

২.১.২ ধর্মশিক্ষাতত্ত্ব

- ধর্মশিক্ষা কমিশন-এর পুনর্গঠনের পর এই সেবাদায়ীত্ব নতুন উৎসাহ ও বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে ।
- ধর্মশিক্ষাদানের জন্য সলেশিয়ানস্-দের দ্বারা পরিচালিত Nitika নামক একটি সুসংগঠিত শিক্ষা সংস্থা রয়েছে ।
- Nitika-য় ধর্মশিক্ষকদের জন্য, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের জন্য, প্রশিক্ষণের আয়োগন করা হয় ।

- প্রভু যীশু গীর্জা-য় গঠিত ধর্মশিক্ষার দল বাঙালি খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে ধর্মশিক্ষাতাত্তিক গঠনের জন্য কাজ করে।
- ধর্মশিক্ষা পরিষদ (Catechetical Commission) ধর্মপ্রদেশের বাংলা-ভাষী কাথলিক ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মশিক্ষার জন্য ফিলিপিনো ধর্মশিক্ষা পাঠ্য-পুস্তক (F-CTBS) -এর অনুবাদ অবলম্বন করেছে।
- ধর্মশিক্ষা পরিষদ (Catechetical Commission) বাংলাদেশের "বাংলা খ্রীষ্ট ধর্ম শিক্ষা" নামক ধর্মশিক্ষার পুস্তকটি অধ্যায়ন করে তা গ্রহন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
- খ্রীষ্টিয় পূজন প্রকাশনী (PJG)-র সহযোগিতায় বাংলায় ধর্মশিক্ষার নতুন পাঠ্য-পুস্তক ছাপানো হয়েছে।
- মহাধর্মপ্রদেশের ডীনারী ও ধর্মপল্লীগুলিতে ধর্মশিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পিতা-মাতাদের জন্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
- খ্রীষ্টভক্তদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও গভীর করার উদ্দেশ্যে নভেনা-র সময় বিভিন্ন ধর্মশিক্ষাতত্ব ও অন্যান্য ধর্মতত্বীয় বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়।

২.১.৩ উপাসনা

- উপাসনা পরিষদ (Liturgical Commission) নতুন রোমীয় উপাসনা পদ্ধতি (Roman Missal) অনুযায়ী উপাসনা সংগীতের ওপর সেমিনার আয়োজন করে থাকে।
- উপাসনা ও উপ-উপাসনা অনুষ্ঠানগুলিকে পুনরায় চাঙ্গা করে তোলার জন্য মহাধর্মপ্রদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
- নিতিকা (Nitika) সম্প্রতি "Sing To The Lord" নামক একটি চমৎকার ও সর্বাঙ্গীন ইংরেজী প্রার্থণা গীতি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে, যা নতুন রোমীয় উপাসনা পদ্ধতি অনুযায়ী সংকলিত।
- বিভিন্ন কনভেন্ট-এ সন্ন্যাসব্রতী সংঘের পরিচালকদের জন্য উপাসনার ওপর সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- "বাইবেল ডায়েরী" (Bible Diary) নামক ধর্মগীতি পুস্তকটি ভক্তজনদের খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠানে আরো ভক্তি সহকারে অংশগ্রহন করতে সাহায্য করেছে।
- আমাদের একটি মহাধর্মপ্রদেশীয় সঙ্গীত দল (Choir) রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধর্মপল্লীর কয়ার -এর প্রতিভাবান গায়ক-গায়িকা রয়েছে।

- উপাসনা সংগীতে সাহায্য করতে আমাদের প্রতিটি ধর্মপল্লীতেই বেশ ভাল সংগীত দল (Choir) রয়েছে ।
- সব ধর্মপল্লীতেই প্রচুর উৎসাহী যজ্ঞবেদী সেবক আছে, যার মধ্যে অনেক অল্পবয়সী মেয়েরাও আগ্রহের সাথে এই সেবা কাজে যোগ দেয় ।
- বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় - যেমন বাংলা, হিন্দি, সাঁওতালী - প্রার্থণা গীতের পুস্তক প্রকাশ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে ।

২.২ ছায়া পরিস্থিতি

২.২.১ বাইবেল

- বাইবেল সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে, বহু মানুষ বাইবেল-এর বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে যেগুলি বুঝতে বেশ কষ্টকর, সেগুলি সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করে ।
- মোটামুটি দেখা যায় যে বেশীর ভাগ মানুষ ঈশ্বরের বাণী শুনতে বা জানতে আগ্রহী নয় ।
- কাথলিক মন্ডলী ও তার নেতৃবর্গ ঐশবাণীর ওপর সে রকম গুরুত্ব না দেওয়ায়, বহু মানুষ ঈশ্বরের বানী আরও ভালভাবে জানতে ও বুঝতে বিভিন্ন পঞ্চাশত্তমী (Pentecostal) দলগুলিতে যোগ দিয়েছে ।
- কাথলিক মন্ডলী আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনে ঐশবাণীর প্রচারের চাইতে পবিত্র সংস্কারগুলির ওপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছে এসেছে ।
- আমাদের পুরোহিতেরা সাধারণ ভক্তজনদের মনে ঐশবাণীর প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহ জাগাতে সে রকম চেষ্টা করেন না ।
- আমাদের ধর্মপল্লীগুলিতে বাইবেল অধ্যায়ন ও প্রার্থণা দল-এর কোন প্রচার হয় নি ।
- উপযুক্ত শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের অভাব, বিশেষ করে যারা স্থানীয় ভাষায় পারদর্শী ।
- আমাদের পরিবারগুলিতে ঐশবাণী বা বাইবেল পাঠের চর্চা নেই ।

২.২.২ ধর্মশিক্ষাতত্ত্ব

- ধর্মীয় শিক্ষা আরো কার্যকরীভাবে পরিকল্পিত, আয়োজিত ও কাজে পরিণত করা প্রয়োজন ।

- আমাদের সান্ডে স্কুলগুলির উপযোগিতা বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যেমন -
  - ধর্মপল্লীর যাজকমন্ডলীর তত্ত্বাবধানের অভাব;
  - উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব;
  - নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য পুস্তকের অভাব ; এবং
  - উপযুক্ত নজরদারী ব্যবস্থা না থাকা ।

- আমাদের ধর্মপল্লীগুলিতে খুব-ই অল্পসংখ্যক প্রশিক্ষিত ধর্মশিক্ষক পাওয়া যায় । আমাদের স্কুলগুলিতেও হয়তো এক-ই চিত্র ।

- বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, আমাদের ছেলেমেয়েরা হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণের পর বা দশম শ্রেণী পাশ করার পর ধর্মশিক্ষা নেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় ।

- বিশ্বাস গঠনের কাজ সমন্বিত করতে খুবই অল্প-সংখ্যক পালকীয় কেন্দ্র বা কার্যালয় রয়েছে, এবং যেগুলি আছে, সেগুলিও অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য বা যথাপোযুক্ত নয় ।

- সাধারণ খ্রীষ্টভক্তজনদের ধর্মীয় শিক্ষাতত্ত্বে বা ধর্মীয় ব্যাপারে বা মন্ডলীর কাজে সে রকম ভাবে অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করা হয় না । অথবা তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বা শিক্ষাদানের (ডিপ্লোমা, ডিগ্রী, ইত্যাদি) কোন ব্যবস্থাও করা হয় না ।

- পারিবারিক ধর্মশিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ।

- বেশীর ভাগ পিতা-মাতারা ও বয়োজ্যেষ্ঠরা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সঠিক ভাবে পরিচালিত করতে বা পরামর্শ দিতে ব্যর্থ । কারণ তারা নিজেরাই বিশ্বাস সম্বন্ধে সে রকম জ্ঞানের অধিকারী নন । এবং এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আমাদের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ।

- বেশির ভাগ ধর্মপল্লীতে প্রাক-দীক্ষাস্নান সংস্কারের কোন ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা নেই ।

- একই ভাবে, বেশীর ভাগ ধর্মপল্লীতে বিভিন্ন সেবা-দায়ীত্ব, যেমন ঐশবাণী পাঠ, খ্রীষ্টপ্রসাদের অতিসাধারণ সেবা কর্মী, ইত্যাদির কোন প্রচলন নেই বা প্রবর্তন করা হয় নি ।

- প্রাপ্ত-বয়স্ক খ্রীষ্টভক্তদের দীক্ষা দেওয়ার সপ্ত ধাপের যে রীতি পদ্ধতি আছে (7 Step Rite), তা অনুসরণ করা হয় না ।

২.২.৩ উপাসনা । উপাসনিক্

- ঐশবাণী পাঠ-এর সেবাদায়ীত্বকে ধর্মপ্রদেশে সে রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় নি ।

- ঐশবাণী ঘোষণা বা পাঠ অনেক সময় শ্রুতিগম্য ও পরিষ্কার হয় না। এর কারণ পাঠক-পাঠিকারা উপযুক্ত প্রস্তুতি না নিয়ে বা দায়সারাভাবে পাঠ করেন।

- উপাসনা উৎসব অনেক সময় একঘেয়ে হয়ে পড়ে ও এক পদ্ধতিগত অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়।

- আমাদের পুরোহিতগণ উপাসনা অনুষ্ঠানকে আরো আকর্ষণীয় ও অংশগ্রাহী করে তুলতে চেষ্টা করেন না।

- সাধারণ ভক্তজনও, উপাসনা সম্বন্ধে তাদের স্বল্প জ্ঞানের জন্য, উপাসনা অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ নেয় না। এর আংশিক কারণ এই যে, সাধারণ ভক্তজনদের উপাসনার বিভিন্ন ভাগের মানে ও অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত চিহ্ন বা প্রতীকের তাৎপর্য সঠিক ভাবে বোঝানো হয় না।

- সার্বজনীন প্রার্থণা, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রার্থণা, কখনই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ - যেমন, শিশু, যুব, বয়ষ্ক ও অসুস্থ বা অথর্ব মানুষ যারা - তাদের প্রয়োজনের কথা ভেবে তৈরী হয় না। ।

- অনেক সময় পুরোহিতগণ তাড়াহুড়া করে, সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি না মেনে, অপরিপাটি উপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে - যা, না কোনো অর্থবহ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, না উপাসনার গভীর তাৎপর্যের ব্যথ্যা দিতে পারে, না ভক্তসাধারণ-কে ধর্মতত্ত্বের ওপর কোনো শিক্ষা বা জ্ঞান দিতে পারে।

- সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য আলাদা করে কোনো উপাসনা অনুষ্ঠান পালিত হয় না।

- প্রায়সই, যাজকগণ অনুপযুক্ত উপদেশ দিয়ে থাকেন।

- ধর্মপল্লীগুলি যে এক একটি যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যদের সম্প্রদায়, সেই বোধের অভাব। এর কারণে মন্ডলী শুধুমাত্র মিসা- র কেন্দ্র হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে পড়ছে।

- খ্রীষ্টযাগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব।

- সংগীত দলের প্রাধ্যান্যে এবং অত্যাধিক যন্ত্রানুষঙ্গের কারণে, উপাসনা সংগীত তার আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং সকল ভক্তসাধারণের যোগদানে বাঁধার সৃষ্টি করে।

ভাগ ৩ : লক্ষ্য নির্ধারণ

- সঠিক ও কার্যকরী ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে এক বিশ্বাসী সম্প্রদায় গড়ে তোলা, যাদের মধ্যে বাইবেল সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান ও উপাসনার বিশ্বাস-তত্ত্বগুলি থাকবে।
- সু-গঠিত পারিবারিক জীবন, সকলের জন্য ধর্মশিক্ষা (শিশু, যুব, প্রাপ্তবয়স্ক, ইত্যাদি), ধর্মশিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, উপাসনা অনুষ্ঠানে আরো বেশী অংশগ্রহণ, উপাসনিক ধর্মশিক্ষাদান, ঐশবাণীর অধ্যায়ন, নৈতিক আদর্শের প্রচার ও বিবেকের গঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাস-কে আরো সুদৃঢ় ও পরিপুষ্ট করে তোলা।
- বিশ্বাস গঠনের কাজে সাধারণ ভক্তজনদের আরো বেশী করে যুক্ত হতে ও অংশগ্রহন করতে উৎসাহ দেওয়া যেন সত্যিকারের খ্রীষ্ট-অন্বেষী ও শিষ্য হয়ে তারা হয়ে উঠতে পারে উদীপ্ত ঐশবাণী প্রচারক।

ভাগ ৪ : কর্মক্রিয়া পরিকল্পনা

৫.১ বাইবেল্

- সাকল প্রেরণকর্মী ও সাধারণ ভক্তজনদের ঐশবাণীর মর্মকথা বুঝতে, যাপন করতে ও ঘোষণা করতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য গঠন-কেন্দ্র স্থাপন করা।
- ধর্মপল্লীগুলিতে বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় বাইবেল অধ্যায়ন ও প্রার্থণার দল আয়োজন করা।
- ঈশ্বরের বাণী অধ্যায়ন করতে ইচ্ছুক সকল খ্রীষ্টভক্তকে NBCLC, Potta Divine Retreat Center-এর মত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো, যেন উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে তারা নিজেরাই এইরূপ কার্যক্রম আয়োজন করতে পারে।
- সকল পরিবারকে একটি করে বাইবেল রাখতে উৎসাহ দেওয়া।
- চিত্র ও গান সহ শিশুদের বাইবেল-এর ব্যবস্থা করা।
- আমাদের শহরের ও অন্যান্য ডীনারীগুলিতে ইংরেজী ও বাংলা মাধ্যমের বাইবেল-স্কুলগুলিকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকরী করে তোলা।

৪.২ ধর্মশিক্ষাতত্ত্ব

- পিতা-মাতা, সন্তান, যুবক-যুবতী ও বয়স্ক-দের বিশ্বাস গঠনের জন্য এক সার্বজনীন পদ্ধতিসমূহ ও পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে এক সমন্বয় গড়ে তোলা।
- সান্ডে স্কুলের সকল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- সকল কাথলিক স্কুলগুলিতে নিয়মিত ধর্মশিক্ষার ক্লাস আয়োজন করা।
- ধর্মশিক্ষার জন্য সকল ধর্মপল্লী ও স্কুলোগুলিতে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম চালু করা।
- আমাদের কাথলিক স্কুলগুলির শিক্ষকদের সান্ডে স্কুলে পড়াতে উৎসাহিত করা।
- সকল পবিত্র সংস্কার গ্রহণের আগে উপযুক্ত ধর্মশিক্ষার আয়োজন করা।

৪.৩ উপাসনা

- ঐশতত্ত্বের ওপর সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং প্রেরণকার্যের মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে, বিশেষজ্ঞ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।
- মহাধর্মপ্রদেশে বিভিন্ন সেবা-দায়ীত্ব স্থাপন ও প্রবর্তন করা। যেমন, শাস্ত্র-পাঠ, অতিথি সেবা, বেদী সেবক, খ্রীষ্টপ্রসাদের বিশিষ্ট সেবা কর্মী, ইত্যাদী।
- সকল ধর্মপল্লীতে প্যারিশ উপাসনা দল (PLT) স্থাপন করা এবং তাদের গঠনের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- পূণ্য সঙ্গীত ও উপাসনা-গীতির ওপর কর্মশালার আয়োজন করা।
- ধর্মপল্লীগুলিতে উচ্চমানের সংগীত দল গঠন করা যারা সকল ভক্তজনদের সমবেতভাবে গাইতে সাহায্য করবে।

ভাগ ৫ : আলোচনার জন্য প্রশ্নমালা

৫.১ বাইবেল্

- আপনার বাড়ীতে কি বাইবেল আছে ? নিয়মিত বাইবেল পাঠ কি করা হয় ? যদি হয়, তাহলে সেটি আপনার জীবনকে কতটা প্রভাবিত করেছে ? আর যদি না হয়, তাহলে শাস্ত্রপাঠ না হওয়ার কারণ কি ?

- আপনি কি বাইবেল-এর ওপর নিয়মিত আয়োজিত সেমিনার-গুলিতে যোগ দেন ? যদি না দেন, তাহলে কি ভাবে আপনি ধর্মশাস্ত্রের ওপর জ্ঞান অর্জন করেন ?

- বাইবেল-এর কোন অংশ বা পদ আপনাকে ও আপনার পরিবারকে বেশী প্রভাবিত করেছে ? বাইবেল-এর কোন শিক্ষা বা উপদেশাবলী বুঝতে আপনার বেশী কষ্টকর লেগেছে ?

- আপনার কাছে কি lexio divina বা বাইবেল-এর প্রার্থণামূলক পাঠের বিধি-টি আছে ? যদি থাকে, তাহলে আপনি কি কি ধাপ বা পদ্ধতি অনুসরণ করেন ?

- আপনার বাড়ীতে কি নিয়মিত পারিবারিক প্রার্থণা করা হয় ? কি কি প্রার্থণা করেন ? আপনাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক কোন প্রার্থণা আছে কি ? সেটি আমাদের জানাবেন কি ?

৫.২ ধর্মশিক্ষাতত্ত্ব

- আপনি কি আপনার সন্তানদের ধর্মশিক্ষা ক্লাসে যোগদানে বাধ্য করান ? আপনি কতবার আপনার সন্তানের সাথে, তার ধর্মশিক্ষা ক্লাসে কি পড়ানো হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করেন, যেমন আপনি তার নিয়মিত স্কুলের ব্যাপারে করেন ?

- যে হেতু ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস গঠন পিতমাতার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব, আপনি কি ভাবে আপনার সন্তানেদের তাদের বিশ্বাসে গড়ে উঠতে ও তাদের দৈনন্দিন জীবনে তা প্রকাশ করতে সাহায্য করেন ?

- আপনার ধর্মপল্লীতে কি প্রশিক্ষিত ধর্মশিক্ষার শিক্ষক আছে ?

- আপনার ধর্মপল্লীতে কি প্রশিক্ষিত ধর্মপ্রচারক আছে ? তাদের কি ভুমিকা হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

- আমাদের খ্রীষ্ট বিশ্বাস গড়ে উঠেছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে কেন্দ্র করে। এই বক্তব্য থেকে আপনি কি মানে বার করেন ? এটা কি আমাদের ধর্মশিক্ষা ক্লাসে প্রতিফলিত হয় ? এই বক্তব্য কি আমাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করে ? আপনি কি এক সম্প্রদায় হয়ে এর অর্থপূর্ণ উদযাপন করেন ?

৫.৩ উপাসনা

- খ্রীষ্টযাগ হচ্ছে আমাদের সকল উপাসনা অনুষ্ঠানের উৎস ও শির্ষবিন্দু। যেভাবে খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠান আপনার ধর্মপল্লীতে উৎসর্গ করা হয়, তা কি আপনার পছন্দ । যদি না হয়, তাহলে কি কি উপায়ে তা আরো প্রানবন্ত করে তোলা যায়, তা ব্যক্ত করুন ।

- ❖ আপনি কি উপাসনা অনুষ্টানে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন, যার থেকে আপনি আপনার রোজকার জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করেন ? যদি না করেন, তাহলে কি কি কারণ আপনার সক্রিয় যোগদানে বাঁধা হয়ে দাড়াচ্ছে ? কি করলে, আরও অর্থপূর্ণভাবে আপনি যোগদান করতে পারবেন ?
- ❖ আপনি কি অন্যান্য পবিত্র সংস্কারগুলি যে ভাবে কোনো পূর্ববর্তী প্রস্তুতি ছাড়া-ই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট ?
- ❖ আপনি কি আপনার ধর্মপল্লীতে খ্রীষ্টপ্রসাদের বিশিষ্ট সেবাকর্মীর দরকার আছে বলে মনে করেন ?
- ❖ আপনার মতে একজন ভালো কাথলিক কে ? একজন ভালো কাথলিকের কি কি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, তা উল্লেখ করুন ।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে গড়ে ওঠার প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে খ্রীষ্টিয় জীবনের তিনটি স্তম্ভ, যা হল বাইবেল, ধর্মশিক্ষাতত্ব ও উপাসনা । আমরা দেখেছি যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্য বা বাণীর মধ্য দিয়ে-ই আমরা পুনরুত্থিত যীশুর সাক্ষাত পেতে পারি । এই বিশ্বাস-অনুভুতি বা অভিজ্ঞতা আমরা ভাগ করে নিই ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে এবং তা উদযাপন করি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপাসনা-অনুষ্ঠানে ।

আমরা আশা করব যে আমাদের প্রার্থণাপূর্ণ চিন্তাভাবনা ও আলোচনা আমাদের সমগ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং সেই সাথে আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের অন্যান্য দিকগুলিকেও সঞ্জীবিত করে তুলবে ।

সমাপন প্রার্থণা

হে মা মারীয়া, আমাদের মাতা, তুমি-ই ঈশ্বরের বাক্যের প্রথম বাহক । তুমি সেই ঐশ বাক্য শুধুমাত্র ধ্যান ও সঞ্চয় করো নি বরং তাকে তোমার পুত গর্ভে ধারণ করে দেহধারি বাক্য রুপে আমাদের দান করেছ । আমরা তোমাকে এই মূল্যবান দানের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই । তোমায় অনুকরণ করে আমরাও যেন সেই ঐশবাণী শুনে সমস্ত বিশ্বে তার প্রচার করি এবং জীবনে তা উদযাপন করি ।

তোমার নিকট আমরা সবিনয়ে প্রার্থণা করি, মা, তোমার পুত্রের এই প্রেরণকার্য আমাদের মহাধর্মপ্রদেশের পালকীয় পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ করার কাজে তুমি আমাদের সহায় হও । আমেন ॥